Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 65
January-March 2021

বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তানের অধিকার প্রাপ্তির ধরন ও প্রকৃতি

The Mode and Nature of Female Child's Realization of Inheritance Property according to the Muslim Inheritance Law

Mohammad Hadayet Ullah*

ABSTRACT

Islamic law of inheritance promulgated by Allah, the Almighty, is an everliving ruling by which the property of the deceased is distributed among his/her heirs. In this domain, different class of heirs and the rights of the individuals related with the deceased person have been detailed. The daughter is also entitled to the inheritance property like the son. However because of the various reasons prevalant in Bangladesh, the doaughter does not get her Quranic share as the son does. Eventually the daughter gets deprived of her due inheritance rights. Hence it is necessary to inquire into the process of distribution of inheritance property and the nature and real senário of the male and female children's realization of their respective shares to what extent they are enforced as found in Muslim inheritance law. The present essay aims to investigate the nature and mode of daughter's receving her share according to Muslim inheritance law. It is a qualitative analysis. As study resources, KII, in-depth interview, focus group discussion and case study have been maintained along with the literature review. This research has brought to the fore the real feature of female child's getting her Quranic share of inheritance and clear picture of the practice of inheritance law in the social life of Bangladesh. It would be hoped that the analysis may contribute to ensuring the proper application of the law of inheritane and creating public awarness in order to establish the inheritance rights of female children.

Keywords: Inheritance; Law of Inheritance; Muslim Inheritance Law; Rights of Woman

* Mohammad Hadayet Ullah is an Assistant Professor of Islamic Studies and Officer in Special Duty, Directorate of Secondary & Higher Education, Bangladesh and PhD Researcher (UGC Fellow) Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, email: hadayet18ibs@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত মৃতের সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন ব্যবস্থাপনার এক শাশ্বত বিধান। এখানে ওয়ারিশদের বিভিন্ন শ্রেণি ও মৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তির অধিকার যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুত্রের মতো কন্যা সন্তানও মীরাসী সম্পত্তির হকদার। বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনে সন্তান হিসেবে পুত্রের মতো কুরআনিক বর্ণিত হিস্‌সা অনুযায়ী কন্যা সন্তান সম্পত্তি পায় না। ফলে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে কন্যা সন্তান বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন প্রক্রিয়ায় পুত্র ও কন্যা সন্তানের অংশ প্রাপ্তির প্রকৃতি ও বাস্তবতা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন রয়েছে। আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তানের মীরাসী সম্পত্তি প্রাপ্তির ধরন ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা। এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উপকরণ হিসেবে সাহিত্য পর্যালোচনার পাশাপাশি কেআইআই, ইনডেফথ ইন্টারভিউ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং কেইস স্টাডি রাখা হয়েছে। এ গবেষণার ফলে কন্যা সন্তান কুরআনিক বর্ণিত মীরাসী হিস্‌সা কিভাবে পাচ্ছে এবং উত্তরাধিকার আইনের অনুশীলন কিভাবে বাংলাদেশের সমাজজীবনে হচ্ছে তার সঠিক চিত্র ফুটে ওঠেছে। এর মধ্য দিয়ে মীরাসী আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং কন্যা সন্তানের মীরাসী সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরি করতে আশা করি গবেষণা কর্মটি ভূমিকা পালন করবে।

মূলশব্দ: উত্তরাধিকার; উত্তরাধিকার আইন; মুসলিম উত্তরাধিকার আইন; নারী অধিকার।

ভূমিকা

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন আল্লাহপ্রদত্ত এক শাশ্বত বিধান। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের অজ্ঞতা, ঐতিহ্যগতভাবে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দীর্ঘদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, সম্পত্তির প্রতি মানুষের তীব্র ও দুর্নিবার আকর্ষণের ফলে বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তানের মীরাসী সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এক হতাশাজনক অবস্থা বিরাজ করছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মৃতের সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা সকলেরই অধিকার আছে। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা নিয়ে সম্পত্তি বণ্টন করার ফলে কন্যা সন্তান তাদের নির্ধারিত হিস্‌সা ঠিকভাবে পায় না। নারীর প্রতি বৈষম্য ও কন্যা সন্তানের সামাজিক অবস্থান ও মূল্যায়ন নারীর বা কন্যা সন্তানের মীরাসী সম্পত্তি ঠিকভাবে না পাওয়ার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুসারে কন্যাদের সম্পত্তি পাওয়ার ধরন বহুমাত্রিক, বণ্টনের প্রক্রিয়া বৈচিত্র্যময় এবং সম্পত্তির অংশ পাওয়ার চিত্র হতাশাজনক। সম্পত্তি বণ্টনের প্রভাব কন্যাদের জীবনে চরম মানসিক যাতনা হিসেবে দেখা দেয়; ভাই-বোনের জন্মগত গভীর সম্পর্কে ফাটল ধরে। এ প্রবন্ধে মাঠ জরিপ (Questionnaire Survey), বিশেষজ্ঞদের মতামত (Key Informent

Interviews-KII), বিশদ সাক্ষাৎকার (In-Depth Interviews-IDI), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (Focus Group Discussions-FGD) ও কেইস স্টাডির (Case Study) মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তানের সম্পত্তি লাভের প্রকৃতি ও বাস্তবতা আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, কন্যা সন্তানের মীরাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই গবেষণা মানুষের সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে।

২. গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে আল-কুরআন, আল-হাদিস এবং সমীক্ষা, এলাকার উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ১৭ জন বিজ্ঞ মুখ্য তথ্যদাতাদের (Key Informant Interviews) কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, ৩টি কেইস স্টাডি (Case Study), ১০ জনের থেকে বিশদ সাক্ষাৎকার (Indepth Interview), ৪টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (Focus Group Discussions) এবং গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক, গবেষণা প্রবন্ধ, অভিসন্দর্ভ, প্রতিবেদন, জাতীয় দৈনিক ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যসহায়ক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের আটটি বিভাগ থেকে আটটি জেলার ষোলটি উপজেলার বত্রিশটি গ্রাম ও ওয়ার্ডে বসবাসরত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গ্রাম্য মাতুব্বর, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত ও কিছু সাধারণ মানুষের মধ্য হতে যারা মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনে জড়িত থাকেন তাদের নিকট থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রাম বা ওয়ার্ড থেকে ১৫ জন করে সর্বমোট ২৪০ জন নারী ও পুরুষকে নির্বাচন করা হয়েছে। স্তরভিত্তিক নমুনায়নের (Multi stage sampling) প্রতিটি স্তরে সাধারণ নমুনায়নে (Simple random sampling) লটারি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নির্বাচিত জেলাসমূহ বাংলাদেশের সকল জেলাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং উপজেলাসমূহের বিভিন্ন গ্রামের সঙ্গে এদেশের অন্যান্য এলাকার সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-সচেতনতা ও সামগ্রিক গতিশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকার কারণে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান ভাগে ভাগ করলেও নারীদের রেসপন্স বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে আশাপ্রদ ছিল না বিধায় পুরুষদের সংখ্যা বেশি হয়। অবশেষে ৬৬.৭% পুরুষ এবং ৩৩.৩% নারী উত্তরদাতা পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় অংশগুলোর জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের স্ট্যাটিস্টিকাল প্যাকেজ (আইবিএস এসপিপিএস সংস্করণ ২২) ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তানের অধিকার

বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের আলোকে সাজানো হয়েছে। মা-বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে কন্যাদের তিন অবস্থা:

এক. যদি মৃত ব্যক্তির কন্যা একজন হয় এবং কোনো পুত্র সন্তান না থাকে, তাহলে সে কন্যা মোট সম্পত্তির অর্ধেক পায়।

দুই. যদি মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে এবং কোনো পুত্র সন্তান না থাকে, তাহলে তারা সবাই মিলে মোট সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ পায়।

তিন. যদি মৃত ব্যক্তির (এক বা একাধিক) পুত্র সন্তান থাকে, তবে কন্যারা সকলেই পুত্রদের সঙ্গে 'আসাবাহ' হবে এবং কন্যারা পুত্রদের অর্ধেক পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারী (কন্যার) অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই এর অধিক, তবে তাদের জন্য এ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ এবং যদি কন্যা একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। (Al-Qurān, 4:11)

প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন কারণে কন্যা সন্তান কুরআনিক এ নির্দেশনা অনুযায়ী মীরাসী সম্পত্তি বাংলাদেশে খুব কমই পেয়ে থাকেন।

৪. বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন আনুযায়ী কন্যা সন্তানের অধিকার প্রাপ্তির ধরন ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের মত মুসলিম অধ্যুষিত এ জনপদে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চর্চা ও প্রয়োগ পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন হওয়াই স্বাভাবিক হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। এখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শহর ও গ্রামের মানুষের মাঝে লোকভেদে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের প্রকৃতি ও ধারা বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিম্নে বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রকৃতি উপস্থাপিত হল–

৪.১ বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার বাস্তবায়নে পারিবারিক সমঝোতা

পিতা-মাতার মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনে পারিবারিক সমঝোতা পদ্ধতি বিশাল এক স্থান দখল করে আছে এ দেশে। আইনী কাঠামোর সম্পূর্ণ বাহিরে সম্পত্তির হিস্সা নির্ণয়, নির্ধারণ ও বণ্টনে এ সমঝোতা সর্ব শ্রেণির সকল পেশার লোকদের মাঝে হয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সম্পত্তি ঠিক সময়ে বণ্টন ও ইয়াতিমদের হকের ব্যাপারে কুরআনিক কঠোরতা এখানে অবজ্ঞার শিকার। কখনও কখনও সম্পত্তি পুরোপুরি বণ্টন না করেও সমঝোতা চর্চার মাধ্যমে ভিন্ন অনুশীলন দেখা যায়। যেমন, জনাব মো. নূরুল ইসলামের পিতার সকল সম্পত্তি এখনো বণ্টন হয়নি। ভাই-বোন কেউ সম্পত্তির দাবী করে না বলেই তা এভাবে আছে। বাৎসরিক এ সকল জমি থেকে যা আয় হয় তা স্থানীয় মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করে দেওয়া হয়। তার পিতা মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছেন– 'অভাব হলে সম্পদ নিবা; মসজিদ মাদ্রাসায় লাভটা দিবা (FGD-03)।'

পাশের ফিগার ১:১ এ দেখা যাচ্ছে যে, 'ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চেয়ে পারিবারিক সমঝোতাকে প্রাধান্য দিয়ে মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন করা হয়' মর্মে উত্তরদাতাদের মনোভাব জানতে চাওয়া হলে 'একমত নয়' মর্মে মতামত দেন ২৮.৭% লোক; পক্ষান্তরে ৭১.৩% লোকই পারিবারিক সমঝোতা প্রক্রিয়ার প্রাধান্যে সহমত পোষণ করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চর্চা ও প্রয়োগ চরমভাবে উপেক্ষিত। বিষয়টি মাঠ জরিপের পাশাপাশি নিম্নের কেস স্টাডি ১:১-এ প্রকাশ পেয়েছে।

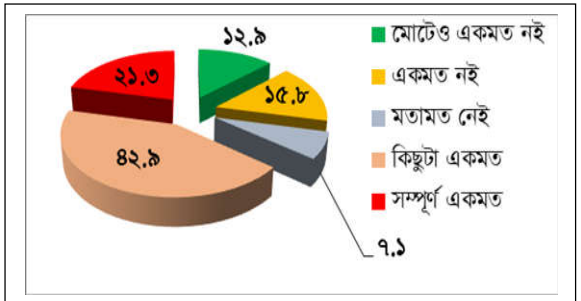

ফিগার ১:১ পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

কেস স্টাডি ১: ১ : মো. সুলতান আলীর মা তার ভাইকে সমঝোতায় সব সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছেন।

মো. সুলতান আলী (৫৮), আমরুল বাড়ি. জলডাকা, নীলফামারী। তার মা তার একমাত্র মামার সঙ্গে মৃত নানা-নানীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মামার ৫ কন্যা ও এক পুত্র ছিল। উত্তরাধিকারী সম্পত্তি সব মামাই ভোগ করেছে। তিনি বলেন, 'আমাদের এলাকায় ৩৩ শতাংশে এক দোন। নানা-নানীর মোট সম্পত্তি মিলে ১২ দোন ছিল। মামা কিছুটা অসচ্ছল ছিলেন। ছোট বেলায় আমাদের বাসায় বেড়ে ওঠেন। সেই হিসেবে আমাদের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। নানার জীবদ্দশায় মামা ৮ দোন বিভিন্ন কারণে বিক্রি করে দিয়েছিল। বাকি ৪ দোন অবশিষ্ট ছিল। কন্যাদের বিয়ে দেওয়ার সময় মায়ের কাছে আসত কবলায় সহযোগিতার জন্য। আমার মা তার একমাত্র ভাইয়ের কন্যার বিয়েতে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে কোনরূপ বিনিময় ছাড়া নিজে উৎসাহিত হয়ে নিজের সম্পত্তির অংশের কবলা দিয়ে দিত। এতে আমাদের ৫ ভাই ও ৩ বোনের কোন দুঃখ বা আক্ষেপ নেই। মা আমাদের সঙ্গে সমঝোতা করেই দিয়েছেন।' মামার আর্থিক দুরবস্থা হেতু সম্পর্ক ও পারস্পরিক আন্তরিকতার কারণে মো. সুলতান আলীর মায়ের অংশ ভাইকে প্রদান তাদের মনে কোন দুঃখবোধ তৈরি করেনি। তাদের পারস্পরিক দুই পরিবারের সম্পর্ক আগের মতোই বহাল আছে। গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, জলডাকা, নীলফামারী, তারিখ- সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২০।

৪.২ বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার বাস্তবায়নে গ্রাম্য সালিশের প্রাধান্য

শত বছর থেকে গ্রাম্য সালিশ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে; আর এ গ্রামীণ সালিশ সংস্কৃতির রয়েছে বহুমাত্রিক ও সীমাহীন প্রভাব। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দূরদর্শিতার অভাব, সাময়িক সুবিধা লাভের ইচ্ছা, পুত্র সন্তানের জন্য পক্ষপাতিত্ব, বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপ তৈরি ও পিতা-মাতা কর্তৃক মৃত্যুর পূর্বে বণ্টন সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা না থাকার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানদের

মত অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়গণও নিজেদের প্রাপ্য মীরাসী হিস্সা থেকে কখনও কখনও বঞ্চিত হয়। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে হয় মামলা চলে, না হয় পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সামাজিকভাবে সুবিধাবাদী এক বিশেষ দালাল শ্রেণির উদ্ভব হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের কাছে দিনে তিন চারটি অভিযোগ নিয়মিত আসে, কখনো সালিশ বসানোর জন্য বা কখনো বসানো সালিশে উপস্থিত থাকার জন্য। এলাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হলো উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগ, পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মামলা (KII-10)। মেয়েরা তাদের পৈতৃক মীরাসী সম্পত্তি ৫০% গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে নিয়ে থাকে। গ্রামে সালিশের প্রভাব আছে। আদালতে মামলা করার পরও গ্রাম্য সালিশ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত মানুষ মেনে নেয়। গ্রামের মাতুব্বরদের চাপে সম্পত্তির বিরোধ মীমাংসা হয় (FGD-02)। কেউ কোন ভাবে সালিশ না মানলে তাকে নানা বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। সামাজিকভাবে বয়কট ও চাপে রাখা হয়; যা গ্রামের কোন মানুষই চায় না (FGD-04)। পাশাপাশি উপরের ফিগার ১:১ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৭১.৩% উত্তরদাতাই মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন প্রক্রিয়ায় উত্তরাধিকার আইনের চেয়ে পারিবারিক সমঝোতাকে স্বীকার করেছেন। ফলে শরীয়াতের বিধান যথাযথ পালনের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তার পরও এ সমঝোতা পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক কন্যা পিতা-মাতার সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। এই মর্মে মাঠ জরিপের ফলাফলেও দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নের চেয়ে মুরুব্বী বা অভিভাবকরা সালিশকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

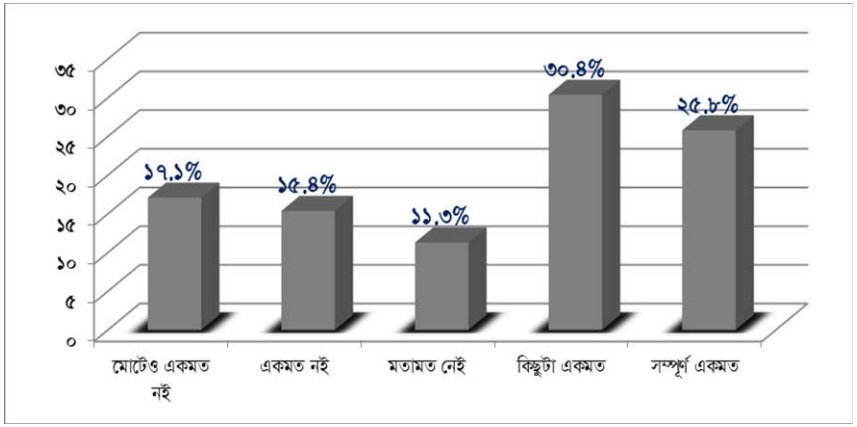

ফিগার ১:২ সালিশের সমাধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয় *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

উপর্যুক্ত ফিগার ১:২ এ দেখা যাচ্ছে যে, 'সালিশের মাধ্যমে সম্পত্তি বণ্টনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়' প্রশ্নের উত্তরে একমত পোষণ করেন ৫৬.২% উত্তরদাতা; আর দ্বিমত প্রকাশ করেন ৩২.৫% লোক। এ থেকেই বোঝা যায় যে, গ্রামীণ জীবনে সালিশের ভূমিকা রয়েছে। এর ফলে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকজনের মত কন্যা সন্তানও বঞ্চিত হয়।

৪.৩ বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার বাস্তবায়নে আদালতের ভূমিকা

বাংলাদেশের দেওয়ানী আদালতে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন ও সম্পত্তি ভোগ-দখল সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রচুর পরিমাণ মামলা হয়ে থাকে। মোট মামলার মাঝে তিনভাগের একভাগ মামলাই হলো মীরাসী সম্পত্তির মতানৈক্য ও বিরোধ সংক্রান্ত (KII-12)। পরিবারের আপনজনদের থেকে মীরাসী সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কষ্টেরফলে ব্যক্তিগত ক্ষোভ তৈরি হয়। এই রাগে-কষ্টে ও সামাজিক ভাবে বিচার না পাওয়ার কারণে মানুষ আদালতের শরণাপন্ন হয়। তাছাড়া মানুষের সার্বিক অধিকার সচেতনতা ও ব্যক্তিগত ইগোর কারণেওমানুষের আদালতমুখী প্রবণতা রয়েছে (KII-11)। মামলায় দীর্ঘসূত্রতা থাকলেও আদালতের মাধ্যমেও প্রচুর পরিমাণ মামলার মীমাংসা হয়ে থাকে। এডভোকেট তাজুল ইসলামের মতে–

> সহকারী জজ আদালত ও জেলা জজ আদালতে মামলার প্রায় ৮০% নিস্পত্তি হয়ে যায়। সারা দেশের জেলা, মহানগরী, উপজেলা ও পৌরসভা বা বাজারে কোন হিস্সাদার নির্ধারিত অংশের হকদার হয়ে না পেলে তিনি আদালত পর্যন্ত যান। কারণ জায়গার দাম বেশি হওয়ায় মানুষ মনে করে, কিছু খরচ হয়ে কিছু পেলে মন্দ কিসের? কষ্টের পর কিছু লাভতো ঘরে আসবে (KII-13)।

আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে সম্পত্তি বণ্টন করার প্রেক্ষাপটে যে কোন পর্যায়ের বিক্ষুব্ধ হকদার নিজের অধিকার আদায়ের জন্য মামলা-মোকাদ্দমায় যান। ফলে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিরোধ মীমাংসায় আদালতের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

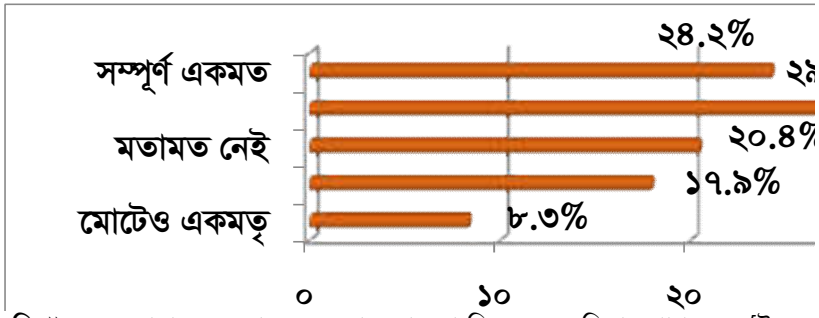

ফিগার ১:৩ আদালতের মাধ্যমে কন্যা সন্তানেরা নিজেদের অধিকার প্রাপ্ত হন। *[উৎস: মাঠ জরিপ- ২০২০]*

ফিগার ১:৩-এ মাঠ জরিপের মাধ্যমে মানুষের মতামত ও মনোভাব ফুটে উঠেছে। উত্তর যারা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৫৩.৪% লোক মনে করেন যে, আদালতের মাধ্যমে কন্যা সন্তানরা নিজেদের অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার ২৬.২% লোক এই মর্মে দ্বিমত পোষণ করেন। এই জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ঠিক বাস্তবায়ন সমাজ জীবনে খুবই কম রয়েছে। মানুষের

সামাজিক বা পারিবারিক মীরাসী সম্পত্তির অন্যায্য বণ্টনের ফলে বঞ্চিত শ্রেণি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ মানুষই তাই মনে করেন।

৪.৪ বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, ও মেম্বারগণ বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে বিচার-ফয়সালা ও মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি থাকে। নারীদের সম্পত্তি বণ্টন ও বণ্টন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি বহু বিচার-আচার করে থাকেন। তাদের মধ্যে এক উপজেলা চেয়ারম্যান নারীর সম্পত্তি প্রাপ্তির ধরন নিয়ে বলেন,

> ধনীক শ্রেণির মাঝে নারী উত্তরাধিকারীদের ঠকানোর চিন্তা কম থাকে, গরীবদের মাঝে নারীদের ঠকানোর চিন্তা বেশি থাকে। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে দাতা ইচ্ছামতো দিয়ে গেলে আমরা কিছু বলি না। অভিভাবক ও মুরুব্বিরা কন্যাদের আবদার করে ভাইদের কিছু ছেড়ে দিতে বললে কন্যারা বা তাদের অভিভাবকরাও অধিকাংশ সময় কথা রাখে (KII-09)।

কন্যাদের হিস্সা ঠিকভাবে না পাওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাব থাকে।

৪.৫ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাংলাদেশে ঠিকভাবে বাস্তবায়নের রূপ

বাংলাদেশে মৃত পিতা-মাতার সম্পত্তির অংশ ঠিকভাবে পুরোপুরি কন্যা সন্তানরা না পেলেও মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নের গতি ধীরে ধীরে চলতে থাকায় কিছু কিছু স্থানে কিছু কিছু পরিবারে কন্যা সন্তানকে তার হক ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। এ সংখ্যাটা সামান্য হলেও শুরু হয়েছে; কন্যা সন্তানরা তাদের ন্যায্য হিস্সা পাচ্ছে। স্বল্প সংখ্যক ইসলামিক স্কলার, কিছু শিক্ষিত-সচেতন মানুষ ও শহুরে বসবাসকারী কিছু পরিবারে কন্যাকে পুত্রের মত সন্তান বিবেচনা করে মীরাসী সম্পত্তির ন্যায্য আল্লাহ প্রদত্ত অংশ প্রদান করছে।

ফিগার ১:৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, 'মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাংলাদেশে ঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে' মর্মে বিবৃতি উপস্থাপন করা হলে উত্তরদাতাদের ৬২.১% একমত না হলেও ৩৭.৯% লোক এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ও কিছু পরিবারে এর ঠিক বাস্তবায়ন

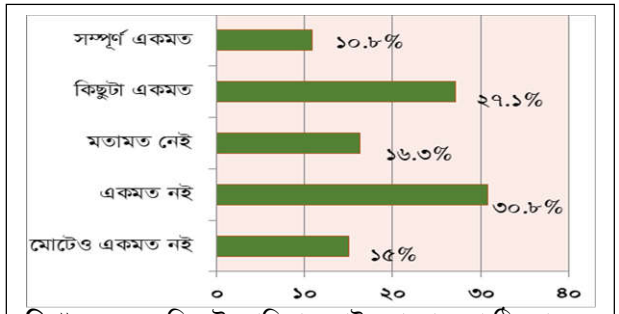

ফিগার ১:৪ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাংলাদেশে ঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। *[উৎস: মাঠ জরিপ- ২০২০]*

রয়েছে। তবে ৬২.১% লোকের মতামত বাংলাদেশে ঠিকভাবে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এ থেকে বোঝা যায়, সম্পত্তি বণ্টনে অধিকারহীনতায় সাধারণ মানুষের মত কন্যা সন্তানরাও কী পরিমাণ জুলুমের শিকার হচ্ছে।

কেস স্টাডি ১:২ : মো. আব্দুল গফুর পিতার সম্পত্তি বোনদের মাঝে ঠিকভাবে বণ্টন করেছেন।

মো. আব্দুল গফুর (৬২), ৫ ভাই ৩ বোন। পিতা-মাতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ৫২৮ শতাংশ ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বণ্টন করেন। তিনি বলেন, 'আমরা তিন বোনের মাঝে তাদের প্রাপ্য অংশ ঠিক ভাবে বণ্টনের পর ছোট বোন (৪৮) তার পারিবারিক প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অংশ বিক্রি করে দেয়। বাকী দুই বোনের সম্পত্তি আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। পৃথকভাবে চিহ্নিত করা তাদের সম্পত্তি তারা যে কোন সময় ভোগদখল, বিক্রি বা যা ইচ্ছা তা করতে পারে।' তারা তাদের পিতার মৃত্যুর ৩৫ বছর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করেন। সম্পত্তি বণ্টনের সময় তাদের বড় বোনের বয়স ছিল ৫৫ বছর, ছোট দুই বোনের বয়স ছিল যথাক্রমে ৫৩ ও ৪৮ বছর। সাক্ষাৎকার গ্রহণে গবেষক, খালিশপুর, খুলনা। আগস্ট ২০, ২০২০।

৪.২ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নে কন্যাদের অধিকার প্রাপ্তির চিত্র

বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তান তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির চিত্র একেক অঞ্চলে একেক রকম; আবার একেক পরিবারেও একেক রকম। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অধিকার প্রাপ্তির প্রকৃতি বাংলাদেশে চরম হতাশাজনক। বিচিত্র পদ্ধতিতে কন্যা সন্তান তাদের মীরাসী সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো–

৪.২.১ কন্যা সন্তান ন্যায্য হিস্‌সা পাওয়ার চিত্র

বাংলাদেশে কন্যা সন্তান বহুমাত্রিক কারণে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নানাভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পেয়ে থাকে। মুফতি বাহরুল্লাহ নদভী মনে করেন, কন্যা সন্তান দুর্বল থাকে; এই জন্য সাহস করে চায়ও না, এই সুযোগে ভাইয়েরা তাদের ঠকায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা মনে করে, বাবার সম্পত্তি খাইলেও ভাইয়েরা তো খাচ্ছে। তবে জমির দাম বেশি হলে ভাগিনারা কিন্তু ছাড়ে না (KII-06)। গ্রামাঞ্চলে শরীয়াতের তোয়াক্কা করা হয় না। সম্পত্তি মেয়েদের নির্ধারিত হিস্‌সা অনুযায়ী দেওয়া হয় না। আলেম বলেন, সাধারণ লোক বলেন; কেউই শরীয়াতকে প্রাধান্য দেয় না; তবিয়তকে প্রাধান্য দেয় (FGD-01)। ঠিকভাবে কেউ কেউ বোনদের হিস্‌সা দেয়; তবে তা খুব কম সংখ্যক মানুষ।

নিচের ফিগার ১:৫-এ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে মুসলিম 'উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তান তাদের ন্যায্য হিস্‌সা ঠিকভাবে পাচ্ছে' মর্মে মতামত জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩১% লোক এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও বাকি ৬৯% লোকের মনোভাব ভিন্নতর হিসেবে প্রকাশ পায়। তারা মনে করেন, বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যা সন্তান তাদের ন্যায্য মীরাসী

হিস্‌সা পাচ্ছে না। সুতরাং আইনের যদি বাস্তবায়ন না হয় কন্যা সন্তান তাদের ন্যায্য মীরাসী হিস্‌সা পাবে কিভাবে? বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি পরিচালক আইনজীবী মাকছুদা আখতার বলেন, বেশিরভাগ নারীই তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। যারা সম্পত্তি পান, তারা স্বাধীনভাবে ভোগ করতে কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যারা ভাইদের কাছ থেকে সম্পত্তির অধিকার চান, তাদেরকে অনেক সময় এক ঘরে করে ফেলা হয় (*Daily Ittefaq*, Dec. 27, 2020)। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত কুরআনিক বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্মের মৌলিক এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে মানুষ চরমভাবে উদাসীন। কন্যা সন্তান তাদের মীরাসী সম্পত্তির ন্যায্য হিস্‌সা ঠিকভাবে পাচ্ছে না।

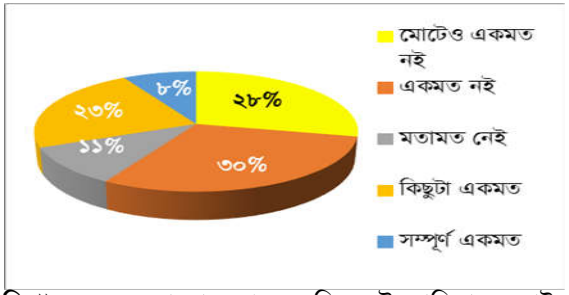

ফিগার ১:৫ বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কন্যা সন্তান তাদের ন্যায্য হিস্যা ঠিকভাবে পাচ্ছে। *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

৪.২.২ উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিজস্ব খেয়াল-খুশিতে বণ্টনের চিত্র

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে আইনগত নিয়মের বাহিরে কন্যার উত্তরাধিকার সম্পত্তি মানুষ নিজেদের খেয়াল-খুশিতে বণ্টনের চর্চা করতে দেখা যায়। সাধারণত তুলনামূলকভাবে গ্রামের মানুষের পড়াশোনা, বিদ্যা-বুদ্ধি কম হলেও তারা জমি-জামা তথা সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ ভাল বোঝেন। নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারেও অন্যদের তুলনায় তারা কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। আইনের কোনরূপ তোয়াক্কা না করে নিজেরা নিজেদের হিস্‌সাদারদের মাঝে ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশি মোতাবেক সম্পত্তি বণ্টন করে থাকে। যেমন জনাব আফরোজা পারভীন (পুতুল)-এর পিতা-মাতার মীরাসী সম্পত্তি তার একমাত্র ভাই ও তার নিজের মাঝে সমান দুই ভাগ করবেন মর্মে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; তাদের মা-বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন (IDI-01)। জীবদ্দশায় হলে মা-বাবা সন্তানকে সমান দুইভাগ করে সম্পত্তি দিতে পারেন। কিন্তু মীরাসী সম্পত্তি পুত্র-কন্যার মাঝে সমান দুইভাগ কোনোভাবেই করা যায় না।

পাশের ১:৬ নং ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাকে সরাসরি 'নিজের ইচ্ছা অনুসারে সম্পত্তি বণ্টন করেছেন' কিনা মতামত জানতে চাইলে ৪৭.৫% লোক এর উত্তরে দ্বিমত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে ৫২.৫% উত্তরদাতার উত্তরে খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টনের চিত্র ফুটে ওঠে। এই ফলাফলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মানুষ পিতা-মাতার উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে নিজের পছন্দ ও নিজস্ব খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে থাকেন। ফলে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ব্যত্যয় ঘটার মাধ্যমে হকদারগণ নিজেদের মীরাসী অধিকার থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হন।

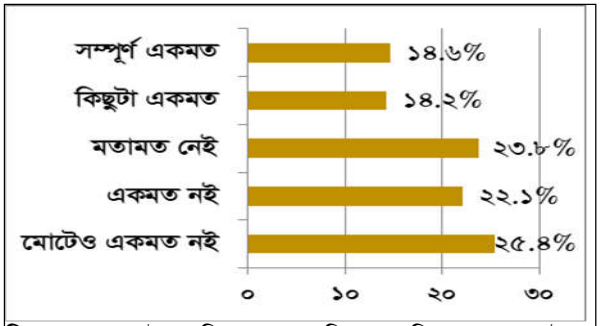

ফিগার ১:৬ উত্তরাধিকার সম্পত্তি আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে বণ্টন করেছেন। *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

৪.২.৩ কন্যা সন্তানের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি

চট্টগ্রামে কন্যা সন্তানকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা *ট্রেডিশন* হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭০% মানুষ তাদের নারী হকদারদের মীরাসী সম্পত্তি দেয় না (KII-05)। নাসিমা আক্তার জলি মনে করেন, ৮০% ক্ষেত্রে কন্যারা সম্পত্তি পায় না (KII-17)। এক হাজারে একজনও ঠিক ভাবে নারীদের তাদের পিতা-মাতার উত্তরাধিকার সম্পত্তি দেয় কিনা আমার সন্দেহ। মেয়েরা সম্পত্তি পাবে মানুষ এটা মনেই করে না (FGD-01)। সেলিনা হোসেনের মতে, কন্যা সন্তানেরা সম্পত্তির অংশ এখন অনেক পাচ্ছে। ১০ বছর আগের চেয়ে অনেক ভাল। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কিছুটা ঘটেছে; আগে একদমই পেত না (KII-16)। সঠিকভাবে ৫% কন্যা সন্তান পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পায় (FGD-04)। ৩০% নারীরা পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পায়। সচেতন কোন উত্তরসূরি ঘুরে দাঁড়ায়। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে জমির দাম বাড়ায় নারীরা সচেতন হয়েছে বেশি; আগে এমন অবস্থা ছিল না (FGD-01)। মোদ্দাকথা, মীরাসী সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাওয়া থেকে কন্যা সন্তান এখনও হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে ।

নিচের ফিগার ১:৭ এ দেখা যাচ্ছে- যে 'আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কন্যা সন্তান আপনার বণ্টিত হিস্‌সা পেয়ে সন্তুষ্ট'–এ বিবৃতির জবাবে উত্তরদাতাদের মনোভাব চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। এখানে ৩৪.৬% লোক কোন ধরনের মতামত দেননি। এখানে কোন ধরনের মতামত প্রদান না করার অর্থ দাঁড়ায়– তারা নিজেদের আড়াল করতে চাইছেন। উত্তরদাতাদের ৪৬.৭% লোক আলোচ্য উক্তির সঙ্গে একমত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে ৫৩.৩% লোকের মনোভাব প্রমাণ করে, কন্যা সন্তান তাদের

বণ্টিত হিস্‌সা পেয়ে সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং বলা যায় যে, কন্যা সন্তান তার মীরাসী সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অসন্তুষ্ট মনোভাব নিয়ে জীবন-যাপন করছে। ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে, ইসলামী অনুশাসনের চর্চার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়ে অপসংস্কৃতি বিস্তারলাভ করছে।

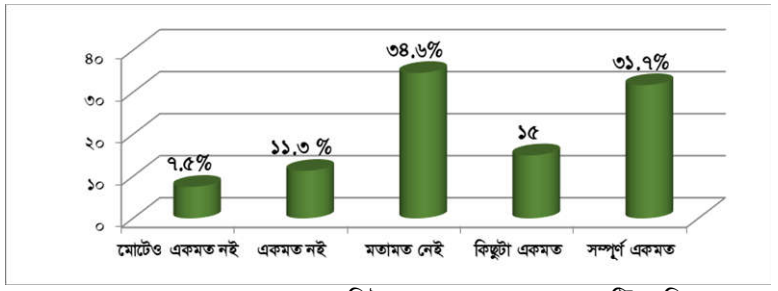

ফিগার ১:৭ আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কন্যা সন্তান আপনার বণ্টিত হিস্‌সা পেয়ে সন্তুষ্ট। *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

৪.২.৪ কন্যা সন্তানের উপর অবিচার

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি ইসলামী ফারায়েজ অনুযায়ী ভাগ বাটোয়ারার আগেই সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে কন্যা সন্তানকে বঞ্চিত করেন, ভূমি রেকর্ডে বোনদের অংশীদারি অস্তিত্বকে গোপন রেখে জমা খারিজ রেকর্ড সৃষ্টি করেন (Amin 2008, 38)। ভূমি অফিসের অসাধু কর্মচারীদের সাহায্যে এসব করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে জনাম মো. এনাম বলেন–

> আমার মা সহজ-সরল ছিল। মামারা একদিন দাওয়াত দিয়ে ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া ও মিষ্টি মুখ করিয়ে তার সম্ভাব্য প্রাপ্য ৮ কানি জমি কবলা করে নিয়ে গেছে। খালাদের থেকে কৌশলে কবলা নিতে পারেনি। ফলে এখন তাদেরকে ৩০ লাখ করে টাকা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিপরীতে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে; কিন্তু তারা তাদের মীরাসী সম্পত্তির প্রাপ্য হিস্‌সা জমিতেই নিতে চায়, কোনভাবেই টাকা নিতে আগ্রহী নয়। যে খালার বিয়ে হয়েছিল মামা বাড়ির পাশে; তিনি সাত কানি জমি কবলা করে দখলে নিয়েছেন (IDI-05)।

পাশের ফিগার ১:৮-এ দেখা যাচ্ছে যে, চিত্রটি আমাদের সামনে পরিষ্কার ধারণা দিচ্ছে যে, বাংলাদেশে কন্যা সন্তান মীরাসী সম্পত্তিতে চরমভাবে বৈষম্যের শিকার

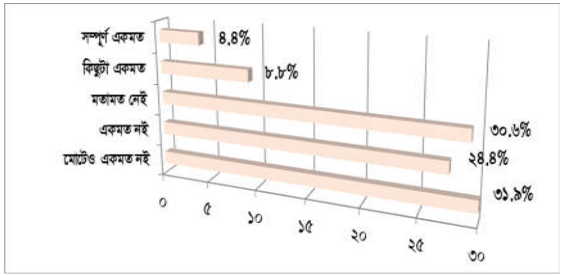

ফিগার ১:৮ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে আপনি কন্যা সন্তানের মীরাসী সম্পত্তিতে জুলুম ও বৈষম্য করেছেন। *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

হচ্ছে। পুরুষ উত্তরদাতাদের সামনে রাখা হয়েছিল যে 'আপনার মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনে আপনি কন্যা সন্তানের উপর জুলুম করেছেন'- এ বিবৃতির উত্তরে জুলুমকারী নিজে কখনও স্বীকার করতে চাইবে না যে, সে সম্পত্তি বণ্টনে বৈষম্য করেছেন। আর এ জন্যই মতামত প্রদানে বিরত থাকেন ৩০.৬% লোক। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ৫৬.৩% উত্তরদাতা সম্পত্তি বণ্টনে পুত্র-কন্যাদের মাঝে কোন বৈষম্য করেননি বলেলও ৪৩.৭% লোক যে কন্যা সন্তানের উপর জুলুম বা সম্পত্তি বণ্টনে বৈষম্য করেছেন তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৪.২.৫. পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি বণ্টনের চিত্র

বাংলাদেশে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের ইচ্ছা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টিত হয়। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানও কোন অংশে কম নয়। নারীর অধিকার সংরক্ষিত হলেই সমাজ পূর্ণতা লাভ করবে। সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে, এ সত্য আজ সকল মানুষকে উপলব্ধি করার সময় এসেছে (Bulu 2010, 11)। তাই কন্যা সন্তানকে দুর্বল না ভেবে পুত্রের সমান গুরুত্ব দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক চেতনার বাহিরে গিয়ে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা দরকার।

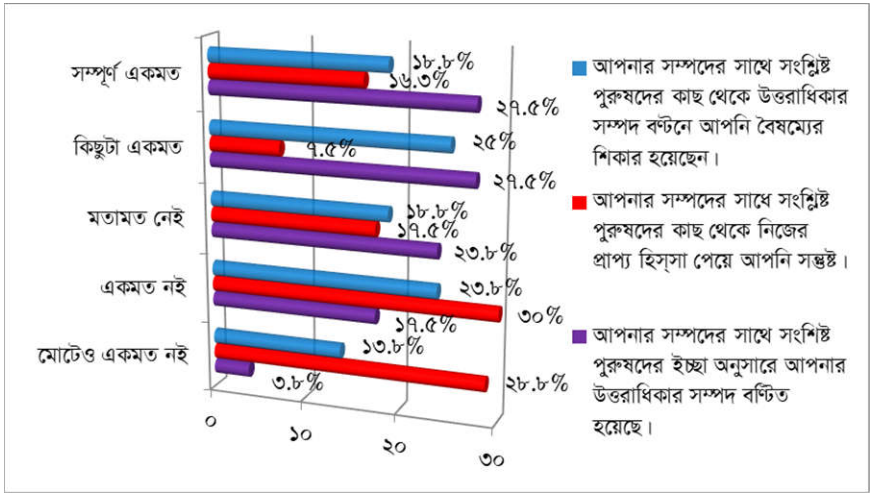

ফিগার ১: ০৯ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে কন্যা সন্তানের মনোভাব। *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

উপর্যুক্ত ১:৯ নং ফিগারে দেখা যাচ্ছে পুরুষের ইচ্ছা অনুযায়ী মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন হয়েছে মর্মে ২১.৩% নারী দ্বিমত পোষণ করেন। বাকি ৭৮.৭% নারী মনে করেন, তাদের মীরাসী সম্পত্তি বণ্টিত হয়েছে পুরুষ লোকদের ইচ্ছা অনুসারে। পুরুষদের কাছ থেকে নিজের মীরাসী সম্পত্তির হিস্সা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন মাত্র ২৩.৮% নারী। পক্ষান্তরে ৭৬.২% নারীর অসন্তুষ্টির চিত্র ফুটে উঠছে এই মাঠজরিপের ফলাফলে। ৩৭.৬% নারী মীরাসী সম্পত্তির হক বণ্টনে জুলুম ও বৈষম্যের শিকার হয়নি মনে করেন। পক্ষান্তরে ৬২.৪% উত্তরদাতা নারী মনে করেন, তারা পুরুষ

কর্তৃক মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এই জরিপের ফলাফল প্রমাণ করে, উত্তরাধিকার আইনের আলোকে মীরাসী সম্পত্তি বণ্টিত না হয়ে পুরুষদের খেয়াল-খুশি মোতাবেক পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. আ ফ ম খালেদ হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে সম্পত্তি বণ্টনে ইসলামী শরীয়াত চর্চার কোন ভিত্তি নেই এবং মানুষ তাদের খেয়াল খুশি মতো উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করে থাকে (KII-04)।' জনাব ডালিয়া আজহারের পৈতৃক সম্পত্তি ঢাকা শহরে ৫ কাঠার উপর নির্মিত বহুতল ভবনের অংশ থেকে মীরাসী সম্পত্তি হিসেবে তার ভাইয়েরা বোন ও তাকে কিছুই দিতে চায় না (IDI-02)। ইসলামী আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভাব ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের কারণে কন্যা সন্তান নিজের প্রাপ্য হিস্সা থেকে বঞ্চিত হয়।

কেস স্টাডি ১:৩ : নানা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করেন।

প্রফেসর ড. কামরুল আহসান (৪৮), বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁর মায়ের উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে বলেন– 'আমার নানার অনেক সম্পত্তি ছিল। মামা ২ জন এবং খালারা ছিল ৭ জন। নানার জীবদ্দশায় নানা কিছু জমি চিহ্নিত করে মা ও খালাদের নামে কবলা করে দিয়ে যান। যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত ইসলামী শরীয়া আইন অনুযায়ী বণ্টিত হয়নি। নানার মৃত্যুর পর মামারা আর সম্পদ বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। তারা বলতেন, 'যা দেওয়ার বাবাই দিয়ে গেছেন।' মামারা সংখ্যায় কম আর খালাদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় নানা অনেক সময় বলতেন, 'কন্যারা বেশি সম্পদ নিয়ে গেলে আমার ছেলেরা কেমনে চলবে?' আমার মাকে এ অনিয়মের কথা বললে তিনি বলতেন, 'আমি আমার বাবাকে মাফ করে দিয়েছি।' আল্লাহই ভাল জানেন– তিনি মাফ করবেন কি-না! তবে নানার এ বণ্টনে আমার খালাদের মাঝে কোন ধরনের হা-হুতাশ ছিল না। তারা ভাইদের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু খালাতো ভাই-বোনদের অনেকের মাঝে অসন্তুষ্টি লক্ষ করা গেছে; এখনো মাঝে মাঝে সম্পত্তির প্রসঙ্গ এলে নানার সম্পত্তি বণ্টনের কথা বলে মন খারাপ করে।' জনাব কামরুল আহসানের ৩ ভাই এবং কোন বোন নাই। সম্পত্তি এখনো বণ্টন হয়নি ভাইদের মাঝে। এক ভাই গ্রামে এ সব সম্পত্তি দেখাশোনা করেন, বাকি তিন ভাইয়ের চাকুরির কারণে তাদের বাড়ি থাকা হয় না। বণ্টননামা ও খারিজ করে সম্পদ ভাগ করে বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখার প্রস্তাব দিলেও বড় ভাই বলেন, 'সম্পত্তি আছে তো, কেউ তো আর নিয়ে যাচ্ছে না।' আসলে সম্পত্তি ভোগ দখলের লোভ এবং নিজের নিয়ন্ত্রণে আগলে রাখার দুর্নিবার আকর্ষণ প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণে–গবেষক, কানসাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

৪.২.৬ অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের প্রকৃতি

'আমরা আমাদের মামাদের থেকে অংশ নিইনি। মামারা অর্থনৈতিকভাবে সুবিধায় নেই; গরিব। বাবার সম্পত্তিও কম; তাই ভাগ হয়নি। এ অল্প জায়গায় আমার মা ও ছোট ভাই থাকে, খায়। আমাদের এ দিকে সাধারণত বোনদের অবস্থা ভাল হলে নেয় না; অবশ্যই মানুষ সব সমান নয়, কেউ নেয়, আবার কেউ দিয়ে যায় (IDI-04)।'

জনাব আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদের বোনেরা নেয়নি; বাবার বেশি সম্পত্তি ছিল না (IDI-03)। জনাব মো. শামীম বলেন, আমাদের এলাকায় মেয়েরা সম্পত্তি কমই নেয়। এক ফসলি জমি; অধিকাংশ মানুষ গরিব। তাছাড়া জমির মূল্যও অনেক কম; এক কড়া একহাজার টাকা মাত্র। মেয়েরা বছরে ছয় মাসে নয় মাসে *নাইউর* আসে। সম্পদের কথা বলতেও তারা কষ্ট পায় (FGD-01)। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মীরাসী সম্পত্তি কম হউক বা বেশি হউক বণ্টন করে ঠিকমত হকদারদের মাঝে প্রদান করাই ইসলামী নির্দেশনা। তারপর কে কাকে দেবে, সেটা ভিন্ন ব্যাপার; কিন্তু অর্থাভাবজনিত বিশেষ বিবেচনায় সম্পত্তি বণ্টন না হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য এ প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে সমস্যা তৈরি করবে। আর উত্তরাধিকার সম্পত্তির হকদারদের সংখ্যাও থাকে অনেক, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সংখ্যা হবে আরো বেশি। সবসময়ে সবাই দানে বা ছাড়ে একমত থাকে না। তা ছাড়া মানুষের বিচিত্র মন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়। তাই নির্ধারিত সময়েই পিতা-মাতার পরিত্যক্ত মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনই শ্রেয়।

৪.২.৭ কোন সন্তানের জন্য অগ্রিম জমি ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা

বাংলার গ্রামীণ সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম সন্তান পুত্র হলে বা বিশেষ কোন কারণে কোন একজন সন্তানের জন্য কিছু জমি ক্রয় করার প্রবণতা আছে। যেমন জনাব নূরুল ইসলামের নামে তার জন্মের পরপরই তার বাবা কিছু জমি (১১ শতক) ক্রয় করে। আর অন্য কোন সন্তানের জন্য পরে এভাবে আর জমি ক্রয় করেনি (IDI-06)। মাহবুবুল আলম বলেন–

> আমার শ্বশুর আমার ছেলের (তার বড় নাতির) নামে ৬ বিঘা সম্পত্তি কবলা করে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। আমি নিষেধ করেছি। আদর করে বা শখ করে অনেকেই ছোট ছেলে বা বড় ছেলেকে অগ্রিম জীবদ্দশায় একটু সম্পদ লিখে দেন। সমাজে এ প্রথা প্রচলিত আছে। পাশাপাশি এলাকায় বহু বিবাহের প্রচলন থাকায় ছোট বউয়ের বাচ্চাকে পরবর্তীকালে সম্পত্তি বণ্টনের সময়ে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় জীবদ্দশায় অনেকেই সম্পত্তি লিখে দেন (IDI-07)।

এভাবে সন্তানদের নামে জীবদ্দশায় অগ্রিম সম্পত্তি লিখে দেওয়ার ফলে সন্তানদের মাঝে মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনের সময় বিরোধ, মনোমালিন্য তৈরি হয়ে থাকে।

৪.২.৮ অসচ্ছলতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার ভিত্তিতে সম্পদের বণ্টন

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনে সচ্ছলতা বা দরিদ্রতা বিবেচনার বিষয় নয়। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কুরআনিক নিয়মে ঠিকভাবে বংশধরদের মাঝে যথাযথভাবে সম্পদ বণ্টনই ইসলামী শরীয়াতের বিধান। দরিদ্রতা বিবেচনা করে বেশি দেওয়া বা সচ্ছল বিবেচনা করে প্রাপ্য অংশের কম দেওয়া কোনমতেই ঠিক নয়। তারপরও বাংলাদেশের সমাজে বিভিন্ন স্থানে এ পদ্ধতি চালু আছে। এ ব্যাপারে জনাব আবু তাহের বলেন, গরীবরা সম্পত্তি নিতে বেশি আসে। তারা মোটেও ছাড়ে না। সচ্ছল মেয়েরা বাবার সম্পত্তি নিতে কম আসে। তারা ভাইদের

ছাড় দেয় (FGD-02)। জনাব আজহারুল ইসলামের ছোট ফুফু অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিল বলে সম্পত্তি গ্রহণে তিনি জুলুমের শিকার হয়েছেন। তাকে ৩/৪ শতক জমি কম দেওয়া হয়েছে (FGD-02)। যা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ও ইসলামী শরীয়াতের খেলাপ।

৪.৩ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের প্রকৃতি

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করা হয়। মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরীর মতে, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের ধরন ও প্রকৃতি বাংলাদেশে একেক স্থানে একক রকম; এক গ্রামেও মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনের দশ রকম *সিস্টেম* চালু আছে। আসলে ইসলামী শরীয়া না মানলে যা হয় (KII-03)। নিম্নে সম্পত্তি বণ্টনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হল–

৪.৩.১ সম্পত্তি বণ্টনে প্রাপ্য হিস্সা প্রদানে হুবহু উপকরণের ব্যবহার

পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অংশীদারদের প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ঠিকভাবে হিসেব করে সময়মত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হিস্সাদারদের মাঝে বণ্টনের নজির বাংলাদেশে খুবই কম রয়েছে। মীরাসী সম্পত্তি জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান, মার্কেট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হুবহু হকদারদের মাঝে বিলি-বণ্টনের দৃষ্টান্তও খুবই নগণ্য। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় শহরে-গ্রামে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোন পরিবেশে ঠিকভাবে সম্পত্তি বণ্টন করে তার যথাযথভাবে হিসেব করে কন্যা সন্তানকে দেওয়া হয়েছে– এমন নজির নেই বললেই চলে। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত মীরাসী সম্পত্তির ঠিক হিসেব করা হলেও সম্পদের হক হুবহু কন্যা সন্তান পায় না বললেই চলে। এ ক্ষেত্রে মাঠ জরিপের ফলাফল খুবই হতাশাজনক।

পাশের ১:১০ ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে ১৭.১% উত্তরদাতা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হুবহু প্রদানের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের মীরাসী হক আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ৮২.৯% লোক পরিত্যক্ত সম্পত্তির হুবহু ব্যবহারের মাধ্যমে মীরাসী হিস্সা দেননি। সম্পত্তি প্রদানে মৃত ব্যক্তির জমি, বাড়ি, দোকান, ফ্ল্যাট বা প্লট বণ্টনে অনেকটাই ঠিকভাবে ঠিক দাম নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সম্পত্তির বিনিময়ে টাকা প্রদান করা হলে তখন অনুমাননির্ভর দাম ধরা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, সম্পত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়নের চেয়ে ব্যক্তিগত লাভালাভের বিষয়টি প্রতিফলিত

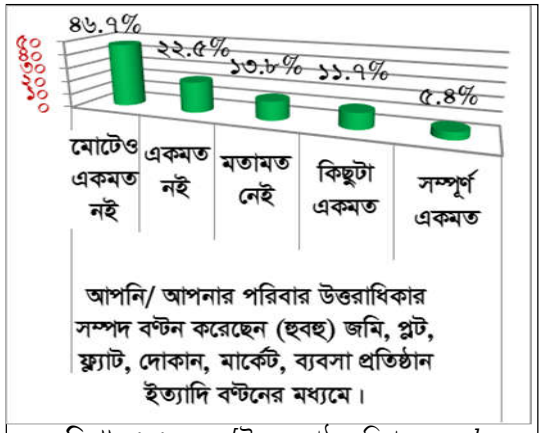

ফিগার ১:১০ *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

হয়। হুবহু উপকরণের মাধ্যমে হক আদায়ে জুলুম ও বৈষম্যের মাত্রা কম থাকে। অপর দিকে দাম নির্ণয় ও অন্য কিছুর বিনিময়ে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া কন্যা সন্তানের ঠিকভাবে মীরাসী অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার দেয়াল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বহুগুণে, যা শুধু কন্যা সন্তানকে অধিকারহীনতার প্রান্তসীমায় উপনীত করে না বরং পারস্পরিক সম্পর্কের মসৃণ আস্তরে দাগ ফেলে দেয়।

৪.৩.২ সম্পত্তির বিনিময়ে ভিন্ন উপকরণ প্রদানের চিত্র

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে উত্তরাধিকার সম্পত্তি ঠিকভাবে হিসেব করে যথাযথভাবে না দিয়ে বিশেষ বিবেচনায় কোন বিশেষ কাজের বিনিময় হিসেবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার রেওয়াজ আছে। মতিউর রহমানের মতে, বাবা-মায়ের যৌথ সম্পত্তি থেকে কন্যাদের বিয়ের খরচ প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে সম্পত্তি বণ্টনের প্রেক্ষাপটে ঐ খরচ বাদ দেওয়া হয়; যা মেয়েদের অংশ থেকে বাদ যায়। এভাবে সম্পত্তি বণ্টনকে *জাস্টিফাই* করা হয় (KII-10)। জনাব আফরোজা পারভীন (পুতুল) বলেন–

> আমার মায়ের সম্পত্তি আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলের বউকে সব দান করব; কারণ মাকে বৃদ্ধ বয়সে খুব সেবা যত্ন নিত; দেখাশোনা করত। আর বাকী কিছু ছোট মামার একটা ছেলেকে দেব; কারণ তার মাথায় একটু সমস্যা আছে; সে বেশি অসুবিধায় আছে (IDI-01)।

মীরাসী সম্পত্তি হকদারদের মাঝে ঠিকভাবে সময়মত প্রদানই ইসলামের অনবদ্য নির্দেশনা। কাউকে কিছু দিতে হলে বা দেওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হলে সে ক্ষেত্রে এই মীরাসী সম্পত্তিকে বিনিময়-মাধ্যম করা উচিত নয়। এতে উত্তরাধিকার সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হকদারগণ সাময়িকভাবে কিছু না বললেও তাদের অসন্তুষ্টি চিরদিনই মনে মনে থেকে যায়। এ বণ্টন এক সময়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে অশান্তি ও মনোমালিন্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৪.৩.৩ ঠিকভাবে হিসেবের পর (অথবা ঠিকভাবে হিসেব না করে) অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের সম্পদ প্রদান

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের সময়ে অধিকাংশ মানুষ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ঠিকভাবে বণ্টন করে থাকেন বিভিন্ন কারণে। কিন্তু সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের সম্পদ প্রদান করা হয়। নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও স্বামীর বাড়ি অনেক সময়ে দূরে হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে এ বণ্টন মেনে নেয়, তাকে মেনে নিতে হয়; অসহায় নারীর তখন কিছুই করার থাকে না। সামাজিক বিভিন্ন চাপে বা লোক দেখানোর ইচ্ছায় অথবা ভবিষ্যতে যেন কোন সম্পত্তি নিয়ে বংশধরদের মাঝে বিরোধ দেখা না দেয় – এ সতর্কতায় মীরাসী সম্পত্তি ঠিকভাবে হিসেব করলেও কন্যাদের কৌশলে ঠকানো হয় নীরস জায়গা হস্তান্তর করে, কম মূল্যেও সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ ঠিকভাবে মীরাসী সম্পত্তির হিসেবও করেন না বরং লামসাম একটা ধরে কম মূল্যের সম্পত্তি বা সম্পদ দানের মাধ্যমে মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন করে থাকেন। এ

বিষয়ে মাঠ জরিপের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে গ্রামীণ জীবনে কন্যা সন্তানরা কতটা বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার।

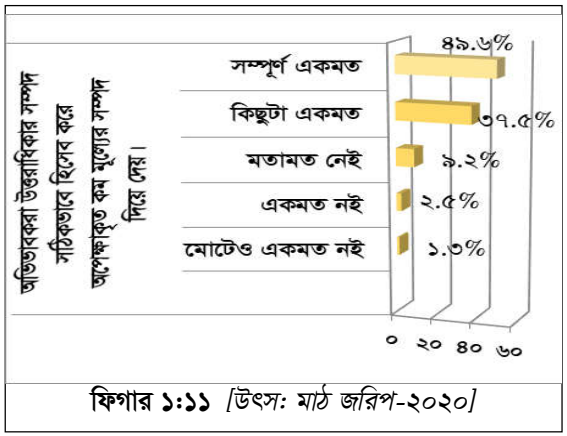

ফিগার ১:১১ *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

পাশের ১:১১নং ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে, অভিভাবকরা মীরাসী সম্পত্তির হিসেব যথাযথভাবে করলেও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের সম্পদ কন্যা সন্তানকে প্রদানের ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। মাত্র ৩.৮% উত্তরদাতা মনে করেন, মীরাসী সম্পত্তি ঠিকভাবে বণ্টন প্রক্রিয়ায় সমাপ্ত করে কন্যা সন্তানকে অপেক্ষাকৃত নীরস জায়গা প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে ৯৬.২% উত্তরদাতা মনে করেন, মীরাসী হিস্সাদারদের সম্পত্তির হিস্সা প্রদানের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা পুরো বণ্টন ব্যবস্থাপনা ঠিকভাবে করলেও হিস্সা দেওয়ার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম হিস্সা মূল্যের সম্পত্তি কন্যাদের দিয়ে থাকেন। এ জরিপের ফলাফলেই প্রমাণ করে, বাংলাদেশের কন্যা সন্তানরা কিভাবে মীরাসী সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকার সম্পত্তির হিস্সা অভিভাবকদের থেকে ঠিকভাবে না পেয়ে কম মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি পেয়ে থাকে। যেমন প্রফেসর ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন–

> আমার মা-খালারা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি নেয়নি। এলাকায় এ ধরনের রেওয়াজ নেই। কি আলেম, কি ইংরেজি শিক্ষিত; কারো মাঝে বোনদের সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই; এ শরীয়াতের আবশ্যকীয় বিধানটির সমাজে কোন *প্রাকটিস* বেশি একটা নেই। সামান্য কিছু মীরাসী সম্পত্তির হিস্সা বোনদের দিলে তাও নীরস জায়গাটা বেছে দেওয়া হয়। বোনেরাও আগ্রহ করে সম্পত্তির জন্য জোরালো কোন দাবী করে না; কারণ হতে পারে, বোনেরা সম্পত্তি নিলে হয়ত বা বাবার বাড়িতে তারা আর বেড়াতে যেতে পারবে না (KII-04)।'

জনাব মো. জহুরুল হক মনে করেন, নারীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে কিছু কিছু পায়; একদম পায় না বলা যাবে না (KII-11)। তবে পাওয়ার হার যে খুবই কম তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় মাঠ জরিপের ফলাফলে।

নিচের ১:১২ নং ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে 'কন্যা সন্তানকে অভিভাবকগণ কম মূল্যের সম্পদ দিয়ে থাকেন'– এই বিবৃতিতে ২০.৪% উত্তরদাতা একমত না হলেও ৭৯.৬%

উত্তরদাতার মনোভাব হলো ইতিবাচক। তারা মনে করেন উত্তরাধিকার সম্পত্তি ঠিকভাবে হিসেব না করেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের সম্পদ কন্যা সন্তানকে দেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, কন্যা সন্তান মীরাসী সম্পত্তি থেকে কী পরিমাণ ঠকে ও বঞ্চিত হয়।

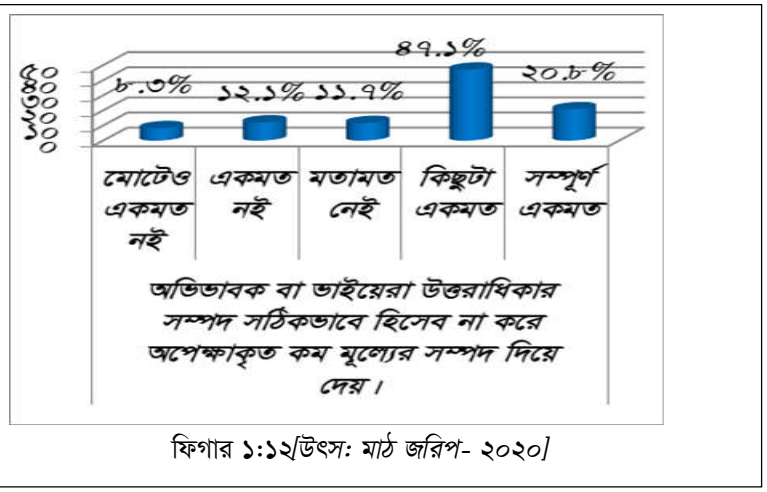

ফিগার ১:১২[উৎস: *মাঠ জরিপ- ২০২০*]

৪.৩.৪ সম্পত্তির পরিবর্তে টাকা এবং (প্রাপ্য টাকার চেয়ে) কম টাকা প্রদান

বাংলাদেশের বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন কারণে মীরাসী সম্পত্তি ঠিকভাবে হিসেব হয়না। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী হিস্সাদারদের নির্ধারিত প্রাপ্য সম্পদ না দিয়ে বিনিময়ে দেয়া হয় টাকা। অধিকাংশ মানুষ মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনের প্রক্রিয়ায় টাকাকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলো, এ উত্তরাধিকার সম্পত্তির মূল্যমানের টাকাও ঠিকভাবে কন্যা সন্তানকে প্রদান করা হয় না। হকদারদের নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে তার প্রাপ্য হিস্সার মূল্য বাবদ টাকা কখনও যথাযথভাবে প্রদান না করে বরং কম টাকা প্রদান করা হয়। খুব কম সংখ্যক সমপরিমাণ টাকা প্রদান করেন। আবার কেউ কেউ কন্যাকে দেওয়ার সময়ে মীরাসী হিস্সার নির্ধারিত মূল্যের সমপরিমাণ টাকার চেয়ে অনেক কম টাকা দেয়; আবার এ টাকা প্রদানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঠকানোর চিন্তা করা হয়। যেমন- টাকা প্রদানে দীর্ঘদিনের সময় চাওয়া, টাকা দিতে গড়িমসি ও টালবাহানা করা, তারিখ পরিবর্তন করা বা ঘুরানো, টাকা প্রদানের জন্য সময় বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। জনাব তারেক মনোওয়ারের মতে, নারীরা যে উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অংশ পায়; তা কোন পার্সেন্টেজেই পড়ে না (KII-14)। মীরাসী সম্পত্তি ঠিক হিসাবের পরও মূল্য বাবদ অতি নগণ্য পরিমাণ টাকাই তাদের দেওয়া হয়। কন্যা সন্তান পিতা-মাতার উত্তরাধিকার সম্পত্তি ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় অভিভাবকরা সম্পত্তির ঠিক হিসাব না করেই কিছু টাকা থোক বরাদ্দের মত কন্যা সন্তানকে দিয়ে দেন। ঠিক হিসেব করলে সম্পত্তির মূল্য বাবদ আরো অধিক পরিমাণ টাকা হয়তো বা

কন্যা সন্তান পেতেন। তা না করার ফলে নামেমাত্র মীরাসী সম্পত্তির হিস্সা ভাগ করার কথা বলে কম পরিমাণ টাকা নিয়েই কন্যা সন্তানকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দুলাল শেখ বলেন, আমাদের এ দিকে বেশির ভাগ মেয়েরা মীরাসী সম্পদ নেয়; তবে নিজেদের ভাইদের কাছে কম দামে বিক্রি করে। টাকাও কিছুটা কম নেয়; এতেই মেয়েরা খুশি থাকে, ভাইয়েরাও খুশি থাকে (IDI-04)। জনাব মোর্শেদুজ্জামান বলেন–

> একটা কাপড়, এক বেলা ভাত, এক লাখে পঁচিশ হাজার টাকা– এতেই মেয়েরা মেনে নেয়। জমি কবলা দিয়ে বাড়ি এসে টাকা প্রদান করা হয়। আসলে মেয়েদের বাপের বাড়ির সম্পত্তিতে নেশা নাই। ভাগিনাদের কারণে সমস্যা হয়; তখন জমিরও দাম বাড়ে, মূল্য নির্ধারণও ঠিকভাবে করা লাগে (IDI-08)।'

লোকজন বোনদের ডেকে এনে কিছু কাপড় দিয়ে ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে ৫০ হাজার টাকার জায়গায় ২০ হাজার টাকা দিয়ে ভাগিনাদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে কাগজপত্র করে লিখে নেয়; বোনেরাও এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নেয় (FGD-04)।

টেবিল ১.২ : মীরাসী সম্পত্তি প্রদানের মাধ্যম হিসেবে টাকার ব্যবহার

বিবৃতি	মোটেই একমত নই (%)	একমত নই (%)	মতামত নেই (%)	কিছুটা একমত (%)	সম্পূর্ণ একমত (%)	সর্বমোট
আপনি বা আপনার পরিবার উত্তরাধিকারী হক দিয়েছেন সম্পদের পরিবর্তে টাকা দিয়ে।	২.৯	১০.৪	১০.৪	৩২.১	৪৪.২	১০০
ভাইয়েরা স্থাবর সম্পত্তি (জমি/বাড়ি/অন্যান্য) না দিয়ে বোনদেরকে সমপরিমাণ টাকা দিতে চায়।	৩০.৮	১৫.০	৬.৭	২৭.৫	২০.০	১০০
ভাইয়েরা স্থাবর সম্পত্তি (জমি/বাড়ি/অন্যান্য) না দিয়ে বোনদেরকে কম টাকা দিয়ে থাকে।	৬.৩	৭.১	১০.০	৪৩.৩	৩৩.৩	১০০

[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]

উপর্যুক্ত টেবিলে ১:২ এ দেখা যাচ্ছে যে, 'উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে সম্পদের পরিবর্তে টাকা প্রদান করা হয়'– মর্মে বিবৃতিতে মাত্র ১৩.৩% উত্তরদাতা একমত হননি। পক্ষান্তরে ৮৬.৭% লোক মনে করেন উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রদান করা হয় সম্পদের পরিবর্তে টাকা দিয়ে। ভাইয়েরা বা অভিভাবকরা স্থাবর সম্পত্তি না দিয়ে বোনদের সম্পত্তির সমপরিমাণ টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে ৪৫.৮% উত্তরদাতা একমত পোষণ করেননি। আবার ৪৭.৫% উত্তরদাতার মনে করেন, অভিভাবকরা বোনদের সমপরিমাণ টাকা দিয়ে থাকে। বোনদের স্থাবর সম্পত্তি না দিয়ে কম টাকা দেয়া হয়'– এই বিবৃতিতে ১৩.৪% উত্তরদাতা একমত না হলেও ৮৬.৬% লোক

বোনদেরকে কম টাকা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেন। মাঠ জরিপের ফলাফলে মীরাসী সম্পদ না দিয়ে টাকা দানের অনুশীলনের চিত্র ফুটে ওঠার পাশাপাশি সমপরিমাণ টাকার দেয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা যাচ্ছে; তবে তা খুবই কম। সমাজ জীবনে মীরাসী সম্পত্তির বিপরীতে ধার্যকৃত সম্পত্তির মূল্য ঠিকভাবে না দিয়ে কম টাকা দেওয়ার রীতি-নীতি চালু আছে। তবে ৪৭.৫% লোকের মতামত অনুযায়ী কন্যা সন্তানকে সমপরিমাণ টাকা মীরাসী সম্পত্তি হিসেবে অভিভাবকরা প্রদান করলেও ৭৬.৬% উত্তরদাতার মতামত হলো, কন্যা সন্তানরা তাদের প্রাপ্য হিস্সার ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে বিনিময় হিসেবে কম টাকা পেয়ে থাকেন। এ থেকে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, মীরাসী সম্পত্তির বণ্টনে কন্যা সন্তান তার ন্যায্য হিস্সা থেকে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪.৩.৫ কন্যার সম্পত্তি পাওয়ার সময়

বাংলাদেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যারা তাদের জীবদ্দশায় খুব কমই পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের মৃত্যুর পর তাদের পুত্র-কন্যাদের যুগে বা তারও পরবর্তী বংশধরদের সময়ে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হয়। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি খুব দ্রুত তার ওয়ারিশদের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে অল্প সময়ে ইসলামী নিয়মে বণ্টন করার রেওয়াজ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নেই। ফলে কন্যারা জীবদ্দশায় মীরাসি সম্পদ পেয়ে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাবে, বা ভোগ করবে; তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তিন পুরুষ পরও মৃত উত্তরাধিকারী কন্যা সন্তানের ওয়ারিশদের থেকে ঐ সম্পত্তির মূল্য গ্রহণপূর্বক কবলা প্রদান অথবা 'না দাবি' পত্র লেখে দেওয়ার জন্য ছুটে যান মৃতের সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আত্মীয়গণ। কেউ কাউকে চেনে না; বরং পূর্বসূরিদের দলিলের অনুসরণে ভূমি জরিপের প্রয়োজনে ক্ষণিকের তরে তারা নিজেদের স্বার্থে আত্মীয় বনে যান (Amin 2008, 31)। সম্পত্তি থেকে কন্যা সন্তানের বঞ্চিত হওয়ার এ ধারাবাহিকতা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ মৃতের জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টনের নির্দেশনাসংবলিত আল্লাহপ্রদত্ত আদেশ মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনের প্রথম বর্ণিত আয়াতেই প্রদান কারা হয়েছে (Al-Qurān, 4:11)। এ প্রসঙ্গে মুফতি হারুন ইজহার বলেন, 'সন্তানদের ঘিরে আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনায় তিনি *ওয়াসিয়ত* শব্দ বলে জীবদ্দশায় বণ্টনের নির্দেশনা সংক্রান্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ স. বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য ওয়ারিসদের জন্য ওয়াসিয়ত নেই মর্মে নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছেন (KII-05)।' মাওলানা আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক এর বাবা জীবদ্দশায় মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনের মত করে সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত *ওয়াসিয়তনামা* লিখিতভাবে করে গেছেন। বাবা নিজের নামে ছাড়াও কিছু কিছু ভাইয়ের নামেও তার জীবদ্দশায় সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। যেখানে ছোটভাইয়ের নাম কোথাও উল্লেখ ছিল না। ওয়াসিয়ত নামায় সকলের হিস্সা যথাযথভাবে বণ্টন করে গেছেন। মা-বোন সকলের কাছে বণ্টনসংক্রান্ত এ ওয়াসিয়তনামা কপি করে দেওয়া হয়েছে।

সবাই এ বণ্টনে খুশি এবং সম্পত্তি নিয়ে কারো মনে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই (KII-07)। ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী মনে করেন, দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ ও ওয়াসিয়াত পূরণের পরপরই মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন করা ওয়াজিব। কেননা দেরী হলে পরিবারে নতুন কোন সদস্যের জন্ম বা মৃত্যু হতে পারে; ফলে বণ্টন প্রক্রিয়া পরিবর্তন হয়ে যাবে (KII-01)।

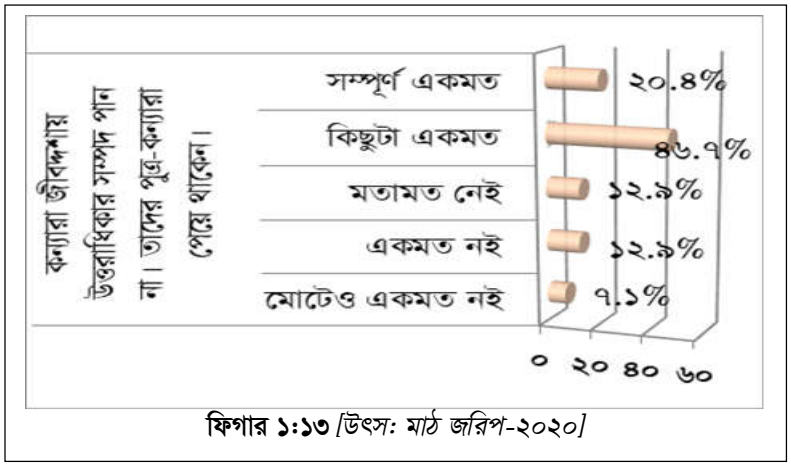

ফিগার ১:১৩ *[উৎস: মাঠ জরিপ-২০২০]*

উপরের ফিগার ১:১৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, কন্যা সন্তান তার জীবদ্দশায় মীরাসী সম্পত্তি না পেয়ে তার পুত্র-কন্যারা পেয়ে থাকেন মর্মে উত্তরদাতাদের ২৮.১% একমত না হলেও ৭১.৯% একমত । এ অধিক সংখ্যক লোকের মনোভাব হলো বাংলাদেশে কন্যা সন্তান তার জীবদ্দশায় পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভোগ দখলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কন্যা সন্তানের মৃত্যুর পর তার বংশধরগণ এ সম্পত্তির হিস্সা পেয়ে থাকেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন এখানে চরমভাবে উপেক্ষার শিকার হচ্ছে।

৪.৩.৬ কন্যাদের সন্তানরা আদালতে মামলার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার চর্চা

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকরা নারীদের সম্পত্তি দিতে চান না। ফলে মানুষকে ন্যায়বিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। আবার যাারা সম্পত্তি দিয়ে থাকেন তারাও ইসলামী নির্দেশনায় সম্পত্তি ঠিকভাবে সময়মত বণ্টন করেন না। গ্রাম্য শালিসের মাধ্যমে বা নিজের খেয়াল-খুশিমতো সম্পত্তি বণ্টন করে থাকেন। ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তার বংশরদরগণ যে কোন সময় মামলা করেন। মীরাসী সম্পত্তি লাভের জন্য আদালত জনসাধারণের একটি ভরসাস্থল হিসেবে কাজ করে। প্রাই ক্ষেত্রেই আদালতের মাধ্যমে সম্পত্তির বিরোধ মীমাংসা করা হয়।

পাশের ফিগার ১:১৪-এ দেখা যাচ্ছে যে মামলার মাধ্যমে আদালতের বিচার ও রায়ের ভিত্তিতে অধিকাংশ সময় হিস্সাদার কন্যাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধার হয়– এ প্রসঙ্গে ২২.১% লোক একমত না হলেও উত্তরদাতাদের ৭৭.৯% লোকের মনোভাব হলো বিষয়টি ঠিক। এই বিবৃতির বিপরীতে

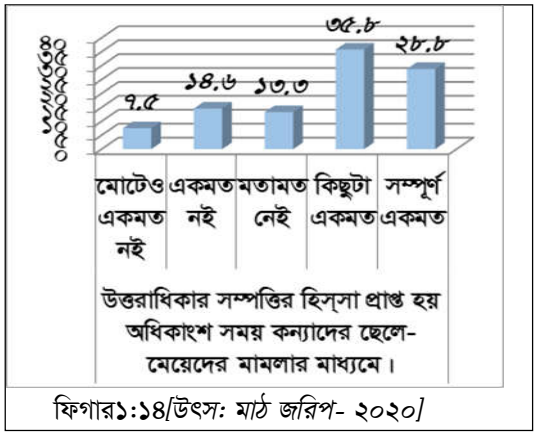

ফিগার১:১৪*[উৎস: মাঠ জরিপ- ২০২০]*

উত্তরদাতাদের যে মনোভাব ফুটে উঠেছে তা থেকে বলা যায় যে, ঠিকভাবে সমাজে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ফলে মানুষ নিজেদের মীরাসী সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে মনে করে ন্যায্য মীরাসী হিস্সা আদায়ে বা উদ্ধারের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে; মামলা করছে। এ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে কন্যা সন্তান। কারণ সবসময় আদালত পর্যন্ত যাওয়ার সক্ষমতা তাদের অনেকেরই থাকে না।

৪.৩.৭ কন্যা সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার বহুমাত্রিক তৎপরতা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যা সন্তান সংখ্যায় বেশি ও পুত্র সন্তান কম হলে অভিভাবকরা বিশেষ করে বাবা তার মৃত্যুর পর পুত্রের সম্পত্তির হিস্সা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। পুত্রকে কিভাবে বেশি দেওয়া যায়– এ নিয়ে বিভিন্ন পলিসি বা পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। প্রফেসর ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন–

> আমার পরিচিত এক লোক তার নিজের বাড়ির জমি বিক্রি করে শহরে নিউমার্কেটে দুই ছেলের নামে দুইটি দোকান কিনেছে; মেয়েদের নামে কিছুই কেনেনি। কিছু দিন আগে লোকটি মারা গেলে সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ভাইয়েরা বলতে থাকে, দোকান তাদের নামে কেনা হয়েছিল। উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে নারীদের বঞ্চিত করার কতো ফন্দি ফিকির যে মানুষ করে (KII-04)!

জনাব এনামূল হক বলেন, আমার নানা ছোট হওয়ায় এবং তার বড় ভাইদের আগে মারা যাওয়ায় অর্ধেক সম্পত্তি বড় ভাইয়েরা নিয়ে গেছে। বাকী সম্পত্তির কিছু মা পেয়েছে। মায়ের জেঠাতো এক ভাই খালাকে বিয়ে করে বাকি অবশিষ্ট অংশটুকুও দখলে নিয়েছে (IDI-09)।

৪.৩.৮ অপেক্ষাকৃত দুর্বল জায়গা প্রদান

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের সময় মানুষ হিসেব-নিকেশ যেভাবেই করুক, নারীকে অপেক্ষাকৃত নীরস বা নিম্নমানের জমি প্রদানে পুরুষরা বেশি তৎপর থাকেন। এ প্রসঙ্গে জনাব বরকত করিম জানান–

> তার স্ত্রী মীরাসী সম্পত্তি হিসেবে তার ভাইদের কাছ থেকে সামান্য কিছু জমি পেয়েছে এবং তাও অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনুর্বর জমি; যেখানে ফসল হয় না বললেই চলে; ঐ জমিতে বালির পরিমাণ কিছুটা বেশি হওয়ায় অনেক খরচ করতে হয়। ফলে মাঝে মাঝে কিছুই করি না (IDI-10)।

জনাব মাওলানা আল আমিন বলেন, সম্পত্তি বণ্টনে এমনভাবে মেয়েদের অংশ নির্ধারণ করা হয়, যা বিক্রি হয় না; বা খুবই কম মূল্য হয়ে থাকে (KII-15)।

৪.৩.৯ পুত্রদের জন্য বাড়ির জায়গা নির্ধারণ

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে ঠিকভাবে ন্যায্যতা ও সমতা রক্ষা হয় না। অভিভাবকরা নারীদের বাড়ির জায়গা দিতে চায় না। মনে করা হয়, বাড়ির জায়গা ছেলেদের হক বেশি। আবার অনেক সময় মেয়েরা নিজেরাও বাড়ির জায়গা নিতে চায় না; ভাইদের দিয়ে দেয় (KII-06)। জনাব আব্দুল্লার কথা হলো- বাড়ির সম্পত্তি মেয়েরা নেয় না। তারা তো বাড়িতে পরে আবার বেড়াতে আসবে (IDI-03)। মাহবুবুল আলমের মতে, সাধারণত বসতবাড়ি, ভিটা বোনকে দেওয়া হয় না। বোনেরাও তা নেয় না। ইদানীং আবার কেউ কেউ জমির দাম বাড়ায় ভিটা ও বসতবাড়িরও হক চেয়ে বসছে; না দিলে মামলা পর্যন্ত হচ্ছে। ফলে ভাইবোনের সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে (FGD-04)। বাস্তবিক কথা হলো, এ ধরনের কোন নির্দেশনা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নেই যে, বাড়ি পুত্র সন্তানের জন্য; কন্যা সন্তান এখানে সম্পত্তির অংশ পাবে না।

৫. গবেষণার ফলাফল ও পরামর্শ

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আবেগী মুসলিম; প্রচণ্ড ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামী অনুশাসন পালনে সে হিসেবে তারা অনেক পিছিয়ে। ইসলামী শরীয়াতের অন্যান্য বিধান পালনে তাদের চরম গাফিলতির মতো ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিধান নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নে তারা অনেক বেশি অনাগ্রহী। ফলে কন্যা সন্তান পিতা-মাতার মীরাসী সম্পত্তি থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ মীরাসী সম্পত্তির যথাযথ বণ্টনে শরীয়াতের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে।

শতবছরের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সামাজিক বঞ্চনায় নারীর অধিকার ভূলুণ্ঠিত, সামাজিক কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে কন্যা সন্তান নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের জনগণের মাঝে উত্তরাধিকার আইন ও মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনপদের লোকজন মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন করে থাকে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি বণ্টনে পারস্পরিক সমঝোতাকে ইসলামী নির্দেশনার উপরে স্থান দেওয়া হয়। আবার দেশে গ্রাম্য সালিশের তীব্র প্রভাব রয়েছে। এ সালিশ সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কন্যা সন্তানকে তার ন্যায্য মীরাসী সম্পত্তি থেকে মাহরুম করে থাকে। প্রায় ৮০% এর উপরে কন্যা সন্তান তার মীরাসী হক সঠিকভাবে পান না। গত এক দশকে দেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও সচেতনতার ফলে শিক্ষিত মানুষের মাঝে কন্যাকে

	KII Source		
ক্রম	**মুখ্য তথ্যদাতা**	**অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা**	**নমুনা পদ্ধতি**
০১	ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে অভিজ্ঞ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক	০২ জন	উদ্দেশ্যমূলক
০৩	ধর্মতত্ত্ববিদ (মুফতি, মাওলানা)	০৬ জন	উদ্দেশ্যমূলক
০৫	নারী নেত্রী	০২ জন	উদ্দেশ্যমূলক
০৬	জনপ্রতিনিধি	০২ জন	উদ্দেশ্যমূলক
০৭	সাবেক বিচারক	০১ জন	উদ্দেশ্যমূলক
০৮	এডভোকেট	০২ জন	উদ্দেশ্যমূলক
০৯	ইমাম	০২ জন	উদ্দেশ্যমূলক
	সর্বমোট	১৭ জন	

সম্পত্তির অধিকার প্রদানে আগ্রহী হতে দেখা যায়। কিছু কিছু শিক্ষিত পরিবারে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চর্চা ও প্রয়োগ হচ্ছে। গ্রামীণ জনজীবনের চেয়ে শহরের জনগণের মাঝে পুত্র সন্তানের মতো মানুষের মাঝে কন্যা সন্তানের প্রতি সন্তান হিসেবে সমতাভিত্তিক চেতনার প্রাধান্য বিস্তার করায় মীরাসী সম্পত্তিতে কন্যাদের ন্যায্য সম্পত্তি প্রাপ্তির চিত্র কিছুটা বেড়েছে। সারা দেশে কন্যা সন্তানের মীরাসী সম্পত্তির অধিকার প্রদানে অধিকাংশ মানুষের মনোভাবই নেতিবাচক। বঞ্চিত শ্রেণি রাগে-ক্ষোভে বা অধিকার আদায়ের মানসিকতায় আদালতের দ্বারস্থ হয়। মীরাসী সম্পত্তির হিস্‌সা প্রদানে বহুমাত্রিক আয়োজন লক্ষ করা যায়। শুধু কন্যা সন্তান উত্তরাধিকার থাকাবস্থায় অভিভাবকদের জীবদ্দশায় সম্পত্তি লিখে দেওয়ার রেওয়াজ লক্ষণীয়। পুত্র সন্তানের উপর নির্ভরশীলতার কারণে কন্যা সন্তানকে ঠকানো হয়। সামগ্রিকভাবে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার সচেতনতা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী আইনী কাঠামো গঠন ও *মনিটরিং* এবং এই আইনের ব্যত্যয় ঘটালে শাস্তির বিধান সম্বলিত বিধি প্রণয়ন করা সময়ের অনিবার্য দাবি।

পরিশিষ্ট

টেবিল ১.১ : সমীক্ষা এলাকা

ক্রম	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	গ্রাম/ ওয়াড
১	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	ফতুল্লা	ওয়ার্ড- ৭
			রূপনগর	ওয়ার্ড- ৮
২	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর (দক্ষিণ)	উনাইসার
			বরুড়া	আড্ডা
৩	রাজশাহী	রাজশাহী	দুর্গাপুর	ভাগলপূর
			মতিহার	ওয়ার্ড-৫

৪	খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	বিত্তিপাড়া
			কুমারখালী	সুলতানপুর
৫	বরিশাল	ভোলা	ভোলা সদর	ওয়ার্ড-৮
			বুরহানুদ্দীন	ওয়ার্ড- ৫
৬	রংপুর	দিনাজপুর	সদর	ওয়ার্ড- ৩
			পার্বতীপুর	পার্বতীপুর
৭	সিলেট	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	শ্যামের কোনা
			শ্রীমঙ্গল	মির্জাপুর
৮	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ভালুকা	মাস্টারবাড়ী
			ত্রিশাল	বৈলর

নমুনা বণ্টন (Sample distribution)

টেবিল ১.২: মাঠজরিপে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্রম	উপজেলা	গ্রাম/ ওয়ার্ড	নারী/পুরুষ	তথ্যদাতার সংখ্যা	তথ্যদাতাদের শ্রেণিবিন্যাস
১	ফতুল্লা	ওয়ার্ড- ৭	ফতুল্লা	১৫	জনপ্রতিনিধি তথা উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মসজিদের ইমাম, গ্রাম্য মাতুব্বর, স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবসায়ী ও সম্পদ বণ্টনে যুক্ত নারী-পুরুষ।
২	রূপনগর	ওয়ার্ড- ৮	রূপনগর	১৫	
৩	সদর (দক্ষিণ)	উনাইসার	সদর দক্ষিণ	১৫	
৪	বরুড়া	আড্ডা	বরুড়া	১৫	
৫	দুর্গাপুর	ভাগলপূর	দুর্গাপুর	১৫	
৬	মতিহার	ওয়ার্ড-৫	মতিহার	১৫	
৭	কুষ্টিয়া সদর	বিত্তিপাড়া	কুষ্টিয়া সদর	১৫	
৮	কুমারখালী	সুলতানপুর	কুমারখালী	১৫	

নমুনা বণ্টন

টেবিল ১.৩: (KIIs) তথ্যদাতাদের তালিকা

কেআইআই-০১ : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপূর।

কেআইআই-০২ : প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

কেআইআই-০৩ : আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী, শিক্ষা বিষয়ক পরিচালক, জামেয়া ইসলামিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

কেআইআই-০৪ : প্রফেসর ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর গণি কলেজ, চট্টগ্রাম ও হেড মুহাদ্দিস, জিরি মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

কেআইআই-০৫ : মুফতি মাওলানা হারুন ইজহার, উপমহাপরিচালক, জামেয়া ইসলামিয়া, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

কেআইআই-০৬ : মুফতি মাওলানা বাহরুল্লাহ নদভী, পরিচালক, জামেয়া ইসলামিয়া, যাত্রাবাড়ী।

কেআইআই-০৭ : জনাব মাওলানা আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যক্ষ, দারুন নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ডেমরা, ঢাকা।

কেআইআই-০৮ : ড. মুফতি মাওলানা মো. আবু ইউসুফ খান, অধ্যক্ষ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।

কেআইআই-০৯ : শাহ মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী, উপজেলা চেয়ারম্যান, পোশরা, জেলা, নওগা। অধ্যক্ষ, গাংগুরিয়া সরকারি ডিগ্রী কলেজ, পোরশা, নওগা।

কেআইআই- ১০ : মো: মতিউর রহমান, চেয়ারম্যান, শালবাহান ইউনিয়ন, উপজেলা: তেঁতুলিয়া, জেলা: পঞ্চগড়।

কেআইআই-১১ : মো. জহুরুল ইসলাম, সাবেক ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম, ঢাকা (২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা ও বিডিআর হত্যা মামলার বিচারক)।

কেআইআই-১২ : জনাব এডভোকেট মো. খোরশেদ আলম সিদ্দীকী, সিনিয়র আইনজীবি, রাজশাহী কোর্ট।

কেআইআই-১৩ : এডভোকেট তাজুল ইসলাম, এডভোকেট, কুমিল্লা জজ কোর্ট।

কেআইআই- ১৪ : মাওলানা তারেক মনোওয়ার, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

কেআইআই- ১৫ : মাওলানা কারী মো. আল আমীন, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

কেআইআই- ১৬ : সেলিনা হোসেন, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, ঢাকা।

কেআইআই- ১৭ : নাসিমা আক্তার জলি, সেক্রেটারী, বাংলাদেশ গার্ল চাইল্ড এডভোকেসী ফোরাম, ঢাকা ।

প্রশ্নাবলি : মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তানের অধিকার: বাংলাদেশের বাস্তবতা

[নির্দেশিকা : দয়া করে নির্দিষ্ট ঘরে টিক চিহ্ন দিন এবং সকল প্রশ্নের জবাব দিন।]

ক : উত্তরদাতার পটভূমি

১. লিঙ্গ : পুরুষ ..... মহিলা .....

২. বয়স : বছর

৩. শিক্ষা : কোনো শিক্ষা নেই ..... প্রাথমিক শিক্ষা ..... মাধ্যমিক শিক্ষা .....

ডিপ্লোমা/এইচএসসি ..... বিএ ..... এমএ ..... উপরে.....

৪. বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত .....বিবাহিত ..... তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা .....

৫. পেশা :

৬. স্বামী/স্ত্রীর পেশা :

৭. ভাই-বোনের সংখ্যা (সৎ ভাই/বোন সহ) : ভাই ..... বোন .....

৮. প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান : ছেলে ..... মেয়ে .....

৯. পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা :

১০. আপনার ব্যক্তিগত মাসিক আয় :

১১. পরিবারের সকলের সর্বমোট আয়

১২. ঠিকানা : গ্রাম ..... থানা/উপজেলা .....জেলা .....

খ : বাংলাদেশের বিদ্যমান মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারনের মতামত

	মোটেই একমত নই	একমত নই	মতামত নেই	কিছুটা একমত	সম্পূর্ণ একমত
১) বাংলাদেশ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কন্যাদের অধিকার সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।					
২) বাংলাদেশ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কন্যাদের অধিকার ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চেয়ে ভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে।					
৩) বাংলাদেশ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নের চেয়ে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনকে প্রাধান্য দেয়া হয়।					
৪) বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নের চেয়ে সালিশের মাধ্যমে সমাধানকে প্রধান্য দেয়া হয়।					
৫) বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নের চেয়ে আদালতের মাধ্যমে কন্যা সন্তানেরা নিজেদের অধিকার প্রাপ্ত হন।					
৬) মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ লোকজনের সঠিক ধারণা আছে।					
৭) মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আপনি ভালোভাবে জানেন।					
৮)বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের ব্যাপারে সবার মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা আছে।					
৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত পাঠদান হওয়া দরকার।					
১০) মসজিদের খুৎবায় বা ওয়াজ মাহফিলে উত্তরাধিকার আইন নিয়ে বক্তব্য থাকা দরকার।					

গ : বাংলাদেশে (কন্যা সন্তানের সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে) মুসলিম উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের ব্যাপারে মতামত

	মোটেই একমত নই	একমত নই	মতামত নেই	কিছুটা একমত	সম্পূর্ণ একমত
১) বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কন্যা সন্তান তাদের ন্যায্য হিস্সা সঠিকভাবে পাচ্ছে।					
২) মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাংলাদেশে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।					
৩) বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়নে সবার মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা আছে।					
৪) কোনো আইনগত নিয়ম না মেনে পারস্পরিক বুঝা-পড়ার মাধ্যমে লোকজন নিজেরাই নিজেদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন করে থাকে।					
৫) আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৃতের কন্যা সন্তানকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে বণ্টন করেছেন।					
৬) আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কন্যা সন্তান আপনার বণ্টিত হিস্সা পেয়ে সন্তুষ্ট।					
৭) আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কন্যা সন্তান উত্তরাধিকার বণ্টনে আপনি জুলুম/বৈষম্য করেছেন।					
৮) আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশিষ্ট পুরুষদের ইচ্ছা অনুসারে আপনার উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টিত হয়েছে।					
৯) আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরুষদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য হিস্সা পেয়ে আপনি সন্তুষ্ট।					
১০) আপনার সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার বণ্টনে আপনি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।					
১১) আপনি/আপনার পরিবার উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করেছেন (হুবহু) জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান, মার্কেট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বণ্টনের মধ্যমে।					
১২) আপনি/ আপনার পরিবার উত্তরাধিকারী হক দিয়েছে সম্পদের পরিবর্তে টাকা দিয়ে।					
১৩) অভিভাবক বা ভাইয়েরা উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে হিসেব করে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের সম্পদ দিয়ে দেয়।					

১৪) অভিভাবক বা ভাইয়েরা উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে হিসেব না করে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের সম্পদ দিয়ে দেয়।					
১৫) ভাইয়েরা স্থাবর সম্পত্তি (জমি/বাড়ি/অন্যান্য) না দিয়ে বোনদেরকে সমপরিমাণ টাকা দিতে চায়।					
১৬) ভাইয়েরা স্থাবর সম্পত্তি (জমি/বাড়ি/অন্যান্য) না দিয়ে বোনদেরকে কম টাকা দিয়ে থাকে।					
১৭) কন্যারা জীবদ্দশায় উত্তরাধিকার সম্পদ পান না। তাদের পুত্র-কন্যারা পেয়ে থাকেন।					
১৮) ব্যক্তির মৃত্যুবরণের পর তার পুত্র-কন্যাদের সময়ও সম্পদ বণ্টন না হয়ে তাদের মৃত্যুর পর সম্পত্তি বণ্টিত হয়।					
১৯) উত্তরাধিকার সম্পত্তির হিস্সা প্রাপ্ত হয় অধিকাংশ সময় কন্যাদের ছেলে-মেয়েদের মামলার মাধ্যমে।					

টেবিল ১: ৪

বাংলাদেশ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কন্যাদের অধিকার ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের চেয়ে ভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে।

লিঙ্গ	মোটেও একমত নই	একমত নই	মতামত নেই	কিছুটা একমত	সম্পূর্ণ একমত	সর্বমোট
পুরুষ	১৩	২৬	৬৬	৩৬	১৯	১৬০
	৮.১%	১৬.৩%	৪১.৩%	২২.৫%	১১.৯%	১০০.০%
	৭২.২%	৭০.৩%	৬৭.৩%	৭০.৬%	৫২.৮%	৬৬.৭%
	৫.৪%	১০.৮%	২৭.৫%	১৫.০%	৭.৯%	৬৬.৭%
মহিলা	৫	১১	৩২	১৫	১৭	৮০
	৬.৩%	১৩.৮%	৪০.০%	১৮.৮%	২১.৩%	১০০.০%
	২৭.৮%	২৯.৭%	৩২.৭%	২৯.৪%	৪৭.২%	৩৩.৩%
	২.১%	৪.৬%	১৩.৩%	৬.৩%	৭.১%	৩৩.৩%
সর্বমোট	১৮	৩৭	৯৮	৫১	৩৬	২৪০
	৭.৫%	১৫.৪%	৪০.৮%	২১.৩%	১৫.০%	১০০.০%
	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%
	৭.৫%	১৫.৪%	৪০.৮%	২১.৩%	১৫.০%	১০০.০%

টেবিল: ১:৫ বাংলাদেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কন্যাদের অধিকার সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

	উত্তরদাতাদের লিঙ্গ				মোট	শতকরা
	পুরুষ	শতকরা (%)	মহিলা	শতকরা (%)		
মোটেও একমত নই	৯	৫.৬	৭	৮.৭৫	১৬	৬.৬
একমত নই	১৭	১০.৬২	১৭	২১.২৫	৩৪	১৪.১
মতামত নেই	৩৬	২২.৫	১০	১২.৫	৪৬	১৯.১৬
কিছুটা একমত	৩৭	২৩.১২	২৯	৩৬.২৫	৬৬	২৭.৫
সম্পূর্ণ একমত	৬১	৩৮.১২	১৭	২১.২৫	৭৮	৩২.৫
সর্বমোট	১৬০	১০০	৮০	১০০	২৪০	১০০

টেবিল ১.৬

টেবিল ৬:৮/৭ পুত্রদেরকে বেশি দেওয়ার কারণ হলো পুত্রদের প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকা।						
লিঙ্গ	**মোটেও একমত নয়**	**একমত নই**	**মতামত নেই**	**কিছুটা একমত**	**সম্পূর্ণ একমত**	**সর্বমোট**
পুরুষ	২৮	৪২	২১	৫৩	১৬	১৬০
	১৭.৫%	২৬.৩%	১৩.১%	৩৩.১%	১০.০%	১০০.০%
	৭১.৮%	৮২.৪%	৭২.৪%	৬০.২%	৪৮.৫%	৬৬.৭%
	১১.৭%	১৭.৫%	৮.৮%	২২.১%	৬.৭%	৬৬.৭%
মহিলা	১১	৯	৮	৩৫	১৭	৮০
	১৩.৮%	১১.৩%	১০.০%	৪৩.৮%	২১.৩%	১০০.০%
	২৮.২%	১৭.৬%	২৭.৬%	৩৯.৮%	৫১.৫%	৩৩.৩%
	৪.৬%	৩.৮%	৩.৩%	১৪.৬%	৭.১%	৩৩.৩%
সর্বমোট	৩৯	৫১	২৯	৮৮	৩৩	২৪০
	১৬.৩%	২১.৩%	১২.১%	৩৬.৭%	১৩.৮%	১০০.০%
	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%
	১৬.৩%	২১.৩%	১২.১%	৩৬.৭%	১৩.৮%	১০০.০%

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Amin, MD. Nurul. 2008. *Utyaradhikar Aine Narir Obosthan* (জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ এর পর্যালোচনা সমূহের সংকলন). Dhaka: Darul Ifata o Darul Arabia Bangladesh.

Bulu, Shahria Akhter. 2010. Narir Khomotayan : Parkkhapot Bangladesh. Dhaka: Mizan Publishers.

Daily Ittefaq, Dec. 27, 2020. https://www.ittefaq.com.bd/national/209651/২২-বছরেও- সম্পত্তিতে- নারীর- সম- অধিকার- প্রতিষ্ঠিত- হয়নি